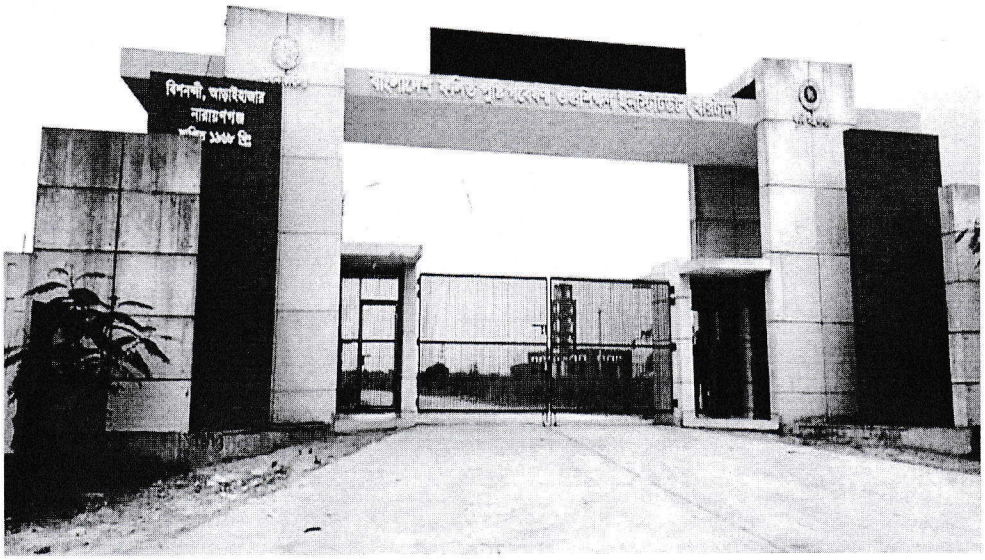

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

বিশনন্দী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

www.birtan.gov.bd

১.০ ভূমিকা

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)।

জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডা: মোঃ ইব্রাহিম জনগণের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সনে ঢাকার অদূরে ডেমরা থানার জুরাইনে 'ফলিত পুষ্টি প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প শুরু করেন। ফলিত পুষ্টি প্রকল্পের আশানুরূপ ফলাফলের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সনে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির ১৫৪তম কাউন্সিল মিটিং-এ 'ফলিত পুষ্টি' প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান-BIRTAN) করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় ১৯৮০ সালে এ প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯৯৩ সালে Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) এ প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। ফলিত পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পীঠস্থান (Center of Excellence) হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আইন-২০১২' পাস হয়। ১৯ জুন, ২০১২ তারিখে ২০১২ সালের ১৮নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বারটান-এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ১১ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় মেঘনা নদীর তীরে ১০০ একর জায়গায় নির্মিত বারটান-এর প্রধান কার্যালয়। এখানে আন্তর্জাতিক মানের ফলিত পুষ্টি গবেষণাগারসহ, প্রশিক্ষণ ভবন, ডরমিটরি, অফিস ভবন, গবেষণার জন্য ফার্ম শেড, পুকুর, স্কুল ও কলেজ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা, নোয়াখালী (সুবর্ণচর) এবং রংপুরে (পীরগঞ্জ) গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা সংবলিত ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

১.১ রূপকল্প (Vision)

জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ বাস্তবায়ন এবং গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে অবদান রাখা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

- ফলিত পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা
- খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি
- কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্বের উন্নয়ন
- খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

১.৪ প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, কৃষক ও অন্যান্যদেরকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুষ্টি সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনকরণ
- খাদ্যশস্যের সংগ্রহপূর্ব ও সংগ্রহত্তোর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা
- স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য (Functional Food) ও ঔষধি গাছ (Medicinal Plant) বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা, উৎপাদন বৃদ্ধি, দৈনিক খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ
- খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান বিশ্লেষণ, নিরূপণ বা হালনাগাদকরণ ও প্রয়োজনীয় দৈনিক খাদ্য তালিকা প্রণয়ন বা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান
- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জেলা বা উপজেলাভিত্তিক বা এগ্রো-ইকোলজিকাল জোনভিত্তিক অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা নিরূপণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থার সাথে প্রাপ্ত তথ্য বিনিময়
- খাদ্যচক্রে (Food Chain) ব্যবহৃত রাসায়নিক ও আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে গবেষণা এবং ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ
- বিভিন্ন গণমাধ্যম ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারসহ কৃষি মেলা, বিশ্বখাদ্য দিবস, পুষ্টি সপ্তাহ, প্রাণিসম্পদ মেলা, মৎস্য মেলা, পরিবেশ দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ
- অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যসামগ্রী, জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ
- ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক দক্ষ মানবসম্পদ সৃজন
- প্রাকৃতিক কিংবা অন্য যে কোন কারণে অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দিলে আপদকালীন ব্যবস্থা বিষয়ে সুপারিশমালা প্রদান
- পুষ্টি অবস্থার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ, গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান

২.০ প্রশাসনিক

২. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

দপ্তর/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ
১	২	৩	৪
বারটান	১৯০	৬৯	১২১
মোট	**১৯০**	**৬৯**	**১২১**

২.২ অন্যান্য জনবল (প্রকল্প, আউট সোর্সিং ইত্যাদি)

মদপ্তর/সংস্থা	প্রকল্পের পদ (প্রেষণ ব্যতীত)	আউট সোর্সিং জনবল	মোট
১	২	৩	৪
বারটান	-	১	১

৩.০ অডিট আপত্তি

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	বারটান	১৩	০৬	১৯	৩৬৩৮.৯২	১৯	০৩	৪০.৭৪	১৬	৩৫৯৮.১৮
মোট		১৩	০৬	১৯	৩৬৩৮.৯২	১৯	০৩	৪০.৭৪	১৬	৩৫৯৮.১৮

৪.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৪.১ প্রশিক্ষণ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণ				
	অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউজ	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১	৬৫	-	১৫	-	৮০
মোট	৬৫	-	১৫	-	৮০

৫.০ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
২২	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	৩৯

৬.০ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

বারটান-এর মূল লক্ষ্য খাদ্যভিত্তিক পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে বারটান দেশব্যাপী খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে বারটান। চলতি অর্থবছরে ১৩০৪৩ জন ব্যক্তিকে খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ইউপি সদস্য, পুরোহিত, ইমাম, স্থানীয় সমাজকর্মী, এনজিও প্রতিনিধি কৃষাণ-কৃষাণী, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। বারটান প্রশিক্ষণের আওতা বিস্তৃত করে বস্তিবাসী, গার্মেন্টসকর্মী ও বিদেশগামী শ্রমিকদের খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেছে। আপৎকালীন (করোনা/অন্যান্য) সময়ে অপুষ্টিজনিত সমস্যার বিষয়ে ৩৫৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

চলতি অর্থবছরে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টিবিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে দেশজুড়ে ১৬টি গবেষণা চলমান রয়েছে, যা বারটান প্রধান কার্যালয়সহ ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

গণমাধ্যম বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতারের কৃষিবিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্য, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, শিশুর সম্পূরক খাবার, রন্ধন প্রণালী, টাটকা শাকসবজি ও ফলের পুষ্টিগুণ এবং ব্যবহার, সয়াবিন ও ভুট্টার বহুমুখী ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ৩৫টি বেতার কথিকা বাংলাদেশ বেতারে সম্প্রচার করা হয়েছে।

খাদ্যে রাসায়নিক ব্যবহারে মানবদেহে সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার, শাকসবজি ও ফলমূলের সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি এবং মানবদেহে রং ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার, খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি, বয়ঃসন্ধিকালের পুষ্টিবিষয়ক সচেতনতা শীর্ষক ১০টি কর্মশালা/সেমিনার বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার নিমিত্ত ভার্চুয়াল মিডিয়া তথা সোশাল মিডিয়ার ব্যবহার করছে বারটান। পুষ্টি সম্পর্কিত ৩০টি ভিডিও কনটেন্ট ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটকসহ সোশাল মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কেবল বারটানের ফেসবুক কর্তৃক ভেরিফায়েড সোশাল মিডিয়া পেজ রয়েছে।

CIMMYT এর সহায়তায় উত্তরবঙ্গের ০৪টি জেলায় ৬০০ প্রান্তিক কৃষককে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩ ও জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের মাধ্যমে ২০ কোটি এসএমএস প্রেরণ করা হয়েছে।

৭.০ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

৭.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
১	০.৮৫ কোটি টাকা	০.৭৪ কোটি টাকা, ৮৮.২৩%	৩

৭.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ)	৩৪ কোটি ৫ লাখ টাকা	৮৫ লাখ টাকা	৮৮.২৩%	১০%	২.১৭%	৩%

৭.৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	সংস্থার নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ)	বারটান	৩৪ কোটি ৫ লাখ টাকা	৩৪ কোটি ৫ লাখ টাকা	-	জিওবি

৮.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বারটান বিভিন্ন পুষ্টি সহায়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ বর্ণিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করছে। এছাড়া ফলিত পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান বিষয়ক মানবসম্পদ উন্নয়নে ফলিত পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান বিষয়ে ০৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স এবং স্বল্পমেয়াদি (০৩ মাস) সার্টিফিকেট কোর্স চালুর লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে (কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন)। আড়াইহাজারে নির্মিতব্য প্রধান কার্যালয়ে মলিকুলার বায়োলজি ল্যাব, (আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত) পুষ্টি বিশ্লেষণ ল্যাব, মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব ও বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই গবেষণাগারে বারটান খাদ্য দ্রব্যের পুষ্টিমান বিশ্লেষণ/নিরূপণ বা হালনাগাদকরণ, প্রয়োজনীয় দৈনিক খাদ্য তালিকার (শিশু, প্রসূতি এবং বিভিন্ন বয়সের সুষম খাদ্য) এর পুষ্টিমান, রোগ প্রতিরোধী খাদ্য তালিকার উপাদান-এর পুষ্টিমান নিরূপণ করা যাবে। খাদ্য শস্যের সংগ্রহপূর্ব ও সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং শাকসবজি ও ফলমূলসহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর বহুমুখী ব্যবহারের উপর ল্যাব গবেষণার পাশাপাশি পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্যের উপর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের (যেমন- ফরমালিন, রং, ইথোফেন ইত্যাদি) প্রভাব নিরূপণ এবং খাদ্যচক্রে রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণ ও মানবদেহে এর ক্ষতিকর প্রভাব নির্ণয় করা সম্ভব। এছাড়া পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ল্যাব ও কারিগরি সুবিধা প্রদান করা যাবে বারটান গবেষণাগার থেকে। বারটান-এর ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ক ডিপ্লোমা ডিগ্রি গ্রহণকারী শিক্ষার্থী এবং সার্টিফিকেট কোর্স সমাপ্তকারীদের প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করা হবে এই গবেষণাগারের মাধ্যমে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এ নির্ধারিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ঘটানো হবে। শিশু, প্রসূতি এবং বিভিন্ন বয়সের সুষম খাদ্য গ্রহণের মাত্রা/পরিমাণ, রোগ প্রতিরোধী খাদ্য/পথ্য গ্রহণের মাত্রা/পরিমাণ নির্ধারণ এবং খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা প্রণয়ন, পুষ্টিমান বজায় রেখে খাদ্য প্রস্তুত ও রন্ধন পদ্ধতি বের করার গবেষণার পাশাপাশি স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা কর্ম বাস্তবায়ন এর মাধ্যমে বিভিন্ন ঔষধি গাছের (গাছ, পাতা, ছাল, ফল, ফুল, মূল ইত্যাদি) গুণাগুণ বিশ্লেষণ করা ও রোগ প্রতিরোধে ব্যবহারে পদ্ধতি বিষয়ে গবেষণা ও সম্প্রসারণে জোর দেয়া হবে। স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ে উন্নত ব্যবস্থাপনায় মৎস্য উৎপাদন ও মাছের পুষ্টিমান অক্ষুণ্ন রেখে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাজ করবে বারটান। একইভাবে স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে গবাদি পশু ও হাঁসমুরগী পালনের উপর গবেষণা এবং মাংসের পুষ্টিমান বজায় রেখে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাজ করবে।

৯.০ উপসংহার

বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে অপরিহার্য উপাদান উন্নত ও দক্ষ মানবসম্পদ। এজন্যই বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তায় নাগরিকদের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্য নিশ্চিত করার বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করেছে। বঙ্গবন্ধুর দুরদর্শী রাজনৈতিক দর্শনের পথ ধরেই বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে অপুষ্টি দূরীকরণকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে যা রূপকল্প ২০২১, জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ ও ২০১৮ সালে প্রণয়নকৃত জাতীয় কৃষি নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮-তে কৃষির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন ও কৃষি প্রবৃদ্ধিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের পথে দেশের সব জনগণের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণ একটি বড় মাইলফলক। ২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ এজেন্ডা গৃহীত হয়, যার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সবধরনের ক্ষুধা ও অপুষ্টির অবসান ঘটানো। খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে কার্যকরী প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে পুষ্টিস্তর উন্নয়ন বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর প্রধান লক্ষ্য। ফলিত পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সবধরনের অপুষ্টির অবসান ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বারটান গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

CIMMYT এর প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন বারটানের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ।

বারটান প্রধান কার্যালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক পুনর্মিলনী ২০২৩ এ আগত কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ওয়াহিদা আক্তারকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন বারটানের নির্বাহী পরিচালক মহোদয়।

বারটান আয়োজিত প্রশিক্ষণে পুষ্টিসম্পন্ন খাবারের প্রদর্শনী

বারটান আয়োজিত প্রশিক্ষণে পুষ্টি সম্পর্কিত তথ্য সংবলিত বোর্ড প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে।

বারটানে আয়োজিত এসডিজি বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম।